তৃণমূলের অন্দরে মহাপ্রলয়

২০২৬-এর বিধানসভার ধাক্কা সামলানোর আগেই তৃণমূল কংগ্রেস এখন দিল্লিতে সংসদীয় ভাঙনের মুখে।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

বারুদের ওপর বসে কলকাতা

রাজধানী কলকাতা সহ গোটা রাজ্যই কি আজ আদপে নিরাপদ? নাকি ভয়াবহ অস্থিরতার চোরাবালিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে?

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 6 ● June 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

শুরু হল বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬

ছবি : সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : গুনছি না আর, শুরু হয়ে গেছে হিসাব। ২০২৬ বিশ্বকাপ মানেই তিন দেশে তিন রকমের নেশা—মেক্সিকোর ঢোল, কানাডার বরফ, আমেরিকার আলো।

আজতেকা স্টেডিয়ামে প্রথম ৪৮টা দেশ, ১০৪টা ম্যাচের উৎসবের কাউন্ট ডাউন শেষ।

এ বার ওপেনিং মানে শুধু শো ছিল না, ছিল রেকর্ড ভাঙার খেলার জবরদস্ত শুরুয়াত। সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ, সবচেয়ে বেশি গোলের গল্প। টি ভির সামনে, রাস্তার চায়ের দোকানে— সব জায়গায় এখন একটাই আওয়াজ, গোল....গোল.... গোল।

২০২৬ বলছে, ফুটবল শুধু খেলা না, কোটি মানুষের ধামাকা।

গঠিত হল নতুন মন্ত্রিসভা
দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে। দীর্ঘ দেড় দশকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের মসনদে আসীন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ২০৮টি আসন—এই সংখ্যাতত্ত্ব কেবল একটি নির্বাচনী বিজয় নয়, বরং এটি রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় এক বিশাল উলটপুরাণ। ৯ মে, ২০২৬-এ শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে নতুন যাত্রার সূচনা হয়েছে, তা কেবল ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, বরং এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।

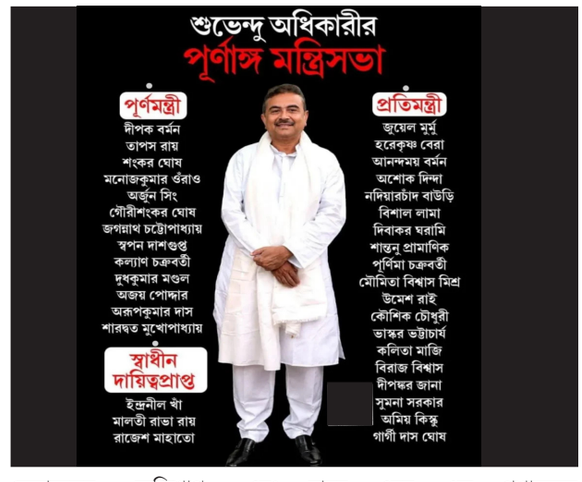

বিজেপির এই জয়কে নিছক 'তাৎক্ষণিক জোয়ার' বললে ভুল হবে। রাজ্যের প্রশাসনিক দুর্নীতি, বেকারত্বের অভিশাপ এবং মানুষ এমন এক প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান জনরোষ এই পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিল, যারা কেবল পেছনে অনুঘটকের কাজ করেছে।

পরবর্তী অংশ ২ পাতায়

ইন্ডিয়া ২০২৬
জোটে থেকেও ঘর গোছানোর ইঙ্গিত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : গতকালকের ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মোট ২৩টি দল হাজির ছিল, আর দূরত্ব বজায় রাখল ডিএমকে এবং আম আদমি পার্টি। এই ২৩-এর সমীকরণ কেবল সংখ্যার খেলা নয়, বরং আগামী দিনের নির্বাচনী রণকৌশলের একটা বড় ব্যর্থতাগতকালকের ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মোট ২৩টি দল হাজির ছিল, আর দূরত্ব বজায় রাখল ডিএমকে (DMK) এবং আম আদমি পার্টি (AAP)। এই ২৩-এর সমীকরণ কেবল সংখ্যার খেলা নয়, বরং আগামী দিনের নির্বাচনী রণকৌশলের একটা বড় ব্যর্থতা। ডিএমকে এবং আপের এই অনুপস্থিতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি জোটের অন্দরের গভীর অবিশ্বাসের প্রতিফলন।

কেন এই অনুপস্থিতি?

তামিলনাড়ুর রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং সেখানে কংগ্রেসের সাথে তাদের আসন নিয়ে রেষারেষিই এই অনুপস্থিতির মূল কারণ। দক্ষিণের এই শক্তিশালী দলটি নিজের রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়ে চাপে আছে, তাই দিল্লির এই ঐক্যের মঞ্চে আপাতত দূরত্ব বজায় রাখাই তাদের জন্য নিরাপদ।

ছবি : সংগৃহীত

আপের অনুপস্থিতি সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ। পাঞ্জাব এবং দিল্লির রাজনীতিতে কংগ্রেসের সাথে তাদের যে তিক্ততা, তা গতকালের বৈঠকে চরম আকার ধারণ করেছে। আসন ভাগাভাগির অঙ্ক তো দূরের কথা, কংগ্রেসের সাথে একই মঞ্চে দাঁড়াতে তারা মানসিকভাবেই প্রস্তুত নয়। আপের এই অনুপস্থিতি পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, 'ইন্ডিয়া' জোটের কাঠামোর মধ্যে আদতে কোনো 'মিনিমাম কমন প্রোগ্রাম' নেই, কেবল স্বার্থের সংঘাত রয়েছে।

তৃণমূলের ঘর সামলানোর লড়াই

তৃণমূলের জন্য এই বৈঠকটি ছিল এক মস্ত বড় চাপ। একদিকে দিল্লিতে বিজেপিবিরোধী ঐক্যের ছবি তোলা, আর অন্যদিকে বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএমের সাথে আসন ভাগাভাগির কঠিন বাস্তব—এই দুই নৌকা সামলাতে গিয়েই তৃণমূল নেতৃত্ব এখন দিশেহারা। তৃণমূলের অন্দরের খবর, তারা এমন কোনো ফর্মুলা চায় না যেখানে জোটের দোহাই দিয়ে তাদের নিজস্ব ভোটাররা বাম বা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে যায়।

তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ মনে করে, জোটের নামে কংগ্রেস বা বামপন্থীদের বাংলায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা।

এজেন্সির চাপ: একদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা সামলানো এবং অন্যদিকে জোটে থেকে টিকে থাকা—এই দ্বিমুখী লড়াই

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-6 ● June2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এটা ক্ষমতার নতুন বোর্ড সাজানো।

মমতা ব্যানার্জি নিজের দলে আবার দাবার চাল দিলেন—পুরোনো মুখ সরিয়ে তরুণদের সামনে আনলেন।

উদ্দেশ্য একটাই: ২০২৬-এর আগে সংগঠনকে ঝরঝরে রাখা, ভাঙন রোখা।

ওদিকে বিজেপি বুস্ট আপ মোডে। মমতার দলের ধ্বসকে ওরা বলছে দুর্বলতার স্বীকারোক্তি।

দিল্লি থেকে কলকাতা—বিজেপির বার্তা সোজা একটাই : টি এম সি-র ভিত নড়বড়ে, এবার আমরাই সর্বেসর্বা।

মাঝখানে নতুন আমূল ওপেনিং—সমবায় থেকে শিল্প, বাংলার বাজারে গুজরাট মডেলের এন্ট্রি।

মমতা বলেছিলেন বাংলা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, বিজেপি বলছে ডবল ইঞ্জিন ছাড়া গতি নেই।

রাজনীতির মাঠে এখন ৩-দলের খেলা: টি এম সি-র রক্ষণ, বিজেপির আক্রমণ, বামেরা গ্যালারিতে।

মন্ত্রিসভার এই রদবদল ২০২৬-এর সেমিফাইনাল। কে টিকবে, কে ঝরবে - সেটাই দেখার।

মমতা বাড়িয়ে খেলছেন, লক্ষ্য এবার দিল্লি বিজয়, বিজেপি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষ দেখছে হিসাব মেলে কিনা।

নতুন আমূল ওপেনিং হোক বা পুরোনো মন্ত্রীর নতুন রঙে ফিরে আসা—ভোটার শেষে যাকে ভরসা করবেন, তিনিই বাজিমাত করবেন।

তবে হ্যাঁ, খেলা কিন্তু জমেছে। না, এবার আর ৯০ মিনিটের ফুটবল না, ২০২৬+৫ পর্যন্ত টানা রাজনীতি।

বঙ্গে কারখানা

ছবি : সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : দীর্ঘ বছর পর বাংলার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে কারখানার কাজ পেতে চলেছে। উৎসাহিত যুব সমাজ কর্মহীন হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছে। বেশিরভাগ যুবক যুবতী বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে চাকরির জন্য ঘর ছাড়া হচ্ছে।

সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অপ্রত্যাশিত ভালো হওয়ায় এবং সরকার বদল হওয়ায় বর্তমান সরকার রাজ্যে শিল্প আনার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খুব শীঘ্র হাওড়ার সাঁকরাইলে গড়ে উঠতে চলেছে 'আমূল'-এর কারখানা। কারখানার প্রাচীর নির্মাণ ও রাস্তা তৈরি সহ কারখানা তৈরি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জোরকদমে চলছে। ভারতীয় জনতা পার্টি বঙ্গে আসার পর এই কারখানা প্রথম বঙ্গবাসীর কাছে শুভ সূচনা। ১৫ একর জমির ওপর ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ লিটার দুধ কাজে লাগিয়ে দুগ্ধজাত খাদ্য প্রস্তুত করা হবে এমনটাই সূত্রের খবর। আশা করা যাচ্ছে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অমিত শাহজি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাংলার মানুষের আর্তি এবং যন্ত্রণার অনুভূতি বুঝতে পারবেন আর বাংলায় আরও শিল্প আসুক এটাই চাইবে আমজনতা।

মমতা যুগের পতনের ব্যবচ্ছেদ
একটি জনরোষের ইতিহাস

পিয়ালি আচার্য : ১৫ বছরের শাসনকালের শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পতন কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং এ হল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার এক অনিবার্য পরিণতি। জনকল্যাণমুখী প্রকল্প—যেমন কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আড়ালে রাজ্যের অর্থনীতির যে নড়বড়ে বনিয়াদ ছিল, তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

জমি আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা মমতা শিল্পায়নের প্রশ্নে যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তা রাজ্যকে এক গভীর সংকটে ফেলেছিল। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের গালভরা বিজ্ঞাপন আর অমিত মিত্রের বিনিয়োগের পরিসংখ্যানের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল রাজ্যের প্রকৃত শূন্যতা। টাটাদের প্রস্থান এবং রাজ্যে ভারী শিল্পের অনুপস্থিতি মমতা প্রশাসনের গায়ে 'শিল্প-বিরোধী' তকমা সাঁটিয়ে দেয়, যার খেসারত দিতে হয়েছে রাজ্যের যুবসমাজকে। উচ্চশিক্ষা বা কাজের সন্ধানে এই যুবকদের রাজ্য ছেড়ে ভিন্ন রাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি জমানোর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সংসারগুলো আজ জনশূন্য; প্রখ্যাত টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজের ভাষায়, মমতা শাসনে কলকাতা যেন পরিণত হয়েছিল এক প্রকাণ্ড 'বৃদ্ধাশ্রমে'।

এই পরিস্থিতিতে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেয় ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। 'সততার প্রতীক' হিসেবে পরিচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদা শাড়িতে আজ দুর্নীতির কালির ছিটে লেগেছে। মন্ত্রীদের জেলযাত্রা, নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজার হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস এবং রেশন কেলেঙ্কারি মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির ভাগ কেবল নিচুতলায় নয়, শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাত। এই দুর্নীতির রেশ কাটতে না কাটতেই এসেছে ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের আর.জি. কর কাণ্ড। তিলোত্তমার নারকীয় ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা কেবল একটি অপরাধ ছিল না, এটি ছিল সরকারি ব্যবস্থার নৈতিক পরাজয়। বিশেষ করে আর.জি. কর হাসপাতালের অর্থনৈতিক দুর্নীতি এবং তদন্ত নিয়ে প্রশাসনিক লুকোচুরির বিরুদ্ধে মহানগরীর গর্জে ওঠা প্রমাণ করে দিয়েছিল, মমতা প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা শেষ হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক অংকের হিসেবে দেখলে, মমতার উগ্র মুসলিম তোষণ নীতি সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যে গভীর ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, বিজেপি তা সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং তৃণমূলের সংখ্যালঘু তোষণকে কেন্দ্র করে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করার কৌশল বিজেপিকে অভূতপূর্ব জয় এনে দিয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকেও আইএসএফ, সিপিএম ও কংগ্রেসের ভাগ বসানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপর্যয় নিশ্চিত করে। এই পরিস্থিতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔদ্ধত্য, আইপ্যাকের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির সামনে মমতার আপোষকামী ভূমিকা তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে এতটাই নিচে নামিয়ে দিয়েছে যে, এবারের নির্বাচন 'দল বনাম দল' না থেকে পরিণত হয়েছিল 'মমতা বনাম জনতা'য়।

শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের মানুষ সেই জনরোষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসন আমলের চূড়ান্ত যবনিকা টেনেছে।

তৃণমূলের অন্দরে মহাপ্রলয়
ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে শূন্যের পথে যাত্রা

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ২০২৬-এর বিধানসভার ধাক্কা সামলানোর আগেই তৃণমূল কংগ্রেস এখন দিল্লিতে সংসদীয় ভাঙনের মুখে। শতাংশের হিসাবে নব্বই শতাংশ। বারাসতের কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং NDA সরকারকে সমর্থন করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটা আর গুজব নয়, এটা সংখ্যার রাজনীতি।

ছবিটা বিধানসভায় আরও ভয়াবহ। তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জন বিদ্রোহ করে পৃথক গোষ্ঠী গড়েছেন। মানে ৭২.৫ বিধায়ক এখন মমতা বনাম বাকিরা। তারা অধ্যক্ষের কাছে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করেছে আর বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা বানাতে চাইছে। ২০১৯-এ ৪ জন বিধায়ক ভাঙলে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, ২০২৬-এ ৫৮ জন ভাঙলে সেটা টেকটোনিক প্লেট সরে যাওয়া।

২২-এর মধ্যে ২০ জন গেলে তৃণমূলের দিল্লির শক্তি ২-এ নেমে যাবে। ২০১৪-এ ৩৪ থেকে ২০২৪-এ ২২ আর ২০২৬-এ ২ এটা ফ্রি-ফল।

লোকসভা হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পাশে তৃণমূল

ছবি : সংগৃহীত

লিখো না - এই হুঙ্কার প্রমাণ করে হুইপের আর কোনো কাগজি ক্ষমতা নেই। অ্যান্টি-ডেফেকশন আইন তখনই কাজ করে যখন ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে। এখানে ২০/২২ জন যাচ্ছে, মানে ৯০.৯ - আইনিভাবেই তারা মার্জার দাবি করতে পারে।

৩ জুন ২০২৬-এ যুব, ছাত্র, মহিলা - তিনটে ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন ভেঙে দেওয়াটা নিছক শাস্তি নয়, এটা আতঙ্ক। যখন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন নেতা রিসেট বাটন টেপে। সুখেন্দু শেখর রায়ের ইস্তফা আর শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিদ্রোহী বৈঠক - দুটোই একটা মেসেজ দেয়। মমতার "সিক্সথ সেন্স" এখন আর দলের ভেতরের সিগন্যাল ধরতে পারছে না। যে দল একসময় টিম মমতা দিয়ে চলত, সেই দল এখন টিম কাকলি vs টিম মমতা হয়ে গেছে।

তৃণমূলের সংসদীয় দল ভাঙছে না, ভেঙে গেছে। বাকি শুধু কাগজ-কলমের ফর্মালিটি। ২২ থেকে ২ - এই পতন বাংলার রাজনীতির ভূগোল বদলে দেবে। মমতা এখন দল সামলাবেন নাকি সরকার সামলাবেন—এই দুই আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে। সংখ্যার রাজনীতিতে ৯০ শতাংশ বিদ্রোহ মানে নিয়ন্ত্রণ ১০ শতাংশে নেমে আসা।

এই ভাঙন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা ২০২৬-এর রায়ের পর রাজনৈতিক ঝড়ের প্রথম ফলা। ঝড় এখনো বাকি।

বারুদের ওপর বসে কলকাতা

নিরাপত্তার খোলস কি খুলতে শুরু করেছে?

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : একসময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের 'সেফ জোন'—এই তকমা মুছে ফেলার আস্ফালন ছিল প্রশাসনের একমাত্র চিন্তা। কিন্তু আজকের বাস্তবচিত্র বলছে ভিন্ন কথা। রাজধানী কলকাতা সহ গোটা রাজ্যই কি আজ আদপে নিরাপদ? নাকি ভোটব্যাঙ্কের চোরাস্রোতে এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিবাদের কেন্দ্রে ঠেলে দিয়ে রাজ্যটিকে এক ভয়াবহ অস্থিরতার চোরাবালিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে?

গোয়েন্দা দপ্তরের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, রাজ্য সহ আমাদের এই কলকাতা শহরের অলিগলিতে নজরদারির অভাব এবং অবৈধ বসতির অস্বাভাবিক বিস্তার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভোটার তালিকার অসংগতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মদতে গড়ে ওঠা বসতিগুলো—সবই এক বিশাল নিরাপত্তা বলয়কে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ফোকাস অপরাধ দমনে না থেকে কেবল রাজনৈতিক তুষ্টিকরণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন শহরের নিরাপত্তা নিছক একটি কাগজে-কলমের শব্দে পরিণত হয়।

বিপদের করিডোর : কলকাতা এখন

ছবি : সংগৃহীত

আর শুধুমাত্র একটি মেট্রোপলিটন শহর নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। হুণ্ডির কারবার, চোরাচালান এবং সীমান্ত সংলগ্ন করিডোরগুলোকে কাজে লাগিয়ে যে নেটওয়ার্ক সক্রিয় হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে। প্রশাসন জানে অবৈধ অর্থের জোগান কোন পথে ঢুকছে, অথচ রাজনৈতিক সমীকরণ মেলাতে গিয়ে তারা সেই পথগুলোকেই প্রশ্রয় দিয়ে যেতে কি বাধ্য হচ্ছে না? এই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে একই সঙ্গে বলার, আজকের এই 'রাজনৈতিক দাবার চাল' যে আগামীদিনে শহরের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার মূলে কুঠারাঘাত করবে না, তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়?

দায়বদ্ধতা কোথায়? : প্রযুক্তি ও ডিজিটাল নজরদারির জাঁকজমকপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ নেই, বিশেষত যদি মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক অকেজো হয়ে পড়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক সভায় যখন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে হাতিয়ার করা হয়, তখন পুলিশের নজরদারিও হয় পক্ষপাতে দুষ্ট। তখন আসল অপরাধীরাও নির্বিঘ্নে তাদের জাল বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়। সেই সূত্রে বলার, শহরটি আজ বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন হল, এই বারুদে আগুনটা বাইরের কোনো শক্তি লাগাবে, নাকি আমাদের ঘরের রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরাই সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে? সময় থাকতে এই চরম গাফিলতি ও পরিকল্পনাহীন প্রশাসনিক নীতির কৈফিয়ত না চাইলে, আগামীদিনের ভয়াবহতার দায়ভার কিন্তু আমাদেরই নিতে হবে।

ইন্ডিয়া ২০২৬

১ পাতার পর

তৃণমূলকে অনেকটাই রক্ষণাত্মক করে দিয়েছে।

আসন বন্টনের অনিশ্চয়তা: ডিএমকে এবং আপের অনুপস্থিতি তৃণমূলকে এই বার্তাও দিয়ে দিল যে, যদি তারা নিজেরা সব আসন দাবি করে বসে, তবে বড়জোর কিছু কথা কাটাকাটি হবে, কিন্তু জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস অন্তত আপাতত কেউ দেখাবে না।

২৩টি দলের এই সভায় ঐক্যের সুর শোনা গেলেও, তৃণমূলের সেই চেনা আক্রমণাত্মক মেজাজটি গতকাল অনেকটাই ম্লান ছিল। তারা এখন এক অদ্ভুত দোদুল্যমানতায়—জোটের অন্দরে থেকেও নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ। এই পরিস্থিতির সুবিধা কতটুকু বিজেপি নেবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।। ডিএমকে এবং আপের এই অনুপস্থিতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি জোটের অন্দরের গভীর অবিশ্বাসের প্রতিফলন।

কেন এই অনুপস্থিতি? তামিলনাড়ুর রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের আসন নিয়ে রেষারেষিই এই অনুপস্থিতির মূল কারণ। দক্ষিণের এই শক্তিশালী দলটি নিজের রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়ে চাপে আছে, তাই দিল্লির এই ঐক্যের মঞ্চে আপাতত দূরত্ব বজায় রাখাই তাদের জন্য নিরাপদ। বৈঠকে আপের অনুপস্থিতি সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ। পাঞ্জাব এবং দিল্লির রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের যে তিক্ততা, তা গতকালের বৈঠকে চরম আকার ধারণ করেছে। আসন ভাগাভাগির অঙ্ক তো দূরের কথা, কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়াতে তারা মানসিকভাবেই প্রস্তুত নয়। আপের এই অনুপস্থিতি পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, 'ইন্ডিয়া' জোটের কাঠামোর মধ্যে আদতে কোনো 'মিনিমাম কমন প্রোগ্রাম' নেই, কেবল স্বার্থের সংঘাত রয়েছে।

তৃণমূলের জন্য এই বৈঠকটি ছিল এক মস্ত বড় চাপ। একদিকে দিল্লিতে বিজেপিবিরোধী ঐক্যের ছবি তোলা, আর অন্যদিকে বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএমের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির কঠিন বাস্তব—এই দুই নৌকা সামলাতে গিয়েই তৃণমূল নেতৃত্ব এখন দিশেহারা। তৃণমূলের অন্দরের খবর, তারা এমন কোনো ফর্মুলা চায় না যেখানে জোটের দোহাই দিয়ে তাদের নিজস্ব ভোটাররা বাম বা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে যায়। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের একটা বড় অংশ মনে করে, জোটের নামে কংগ্রেস বা বামপন্থীদের বাংলায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা।একদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা সামলানো এবং অন্যদিকে জোটে থেকে টিকে থাকা—এই দ্বিমুখী লড়াই তৃণমূলকে অনেকটাই রক্ষণাত্মক করে দিয়েছে। ডিএমকে এবং আপের অনুপস্থিতি তৃণমূলকে এই বার্তাও দিয়ে দিল যে, যদি তারা নিজেরা সব আসন দাবি করে বসে, তবে বড়জোর কিছু কথা কাটাকাটি হবে, কিন্তু জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস অন্তত আপাতত কেউ দেখাবে না।

২৩টি দলের এই সভায় ঐক্যের সুর শোনা গেলেও, তৃণমূলের সেই চেনা আক্রমণাত্মক মেজাজটি এদিন অনেকটাই ম্লান ছিল। তারা এখন এক অদ্ভুত দোদুল্যমানতায়—জোটের অন্দরে থেকেও নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ। এই পরিস্থিতির সুবিধা কতটুকু বিজেপি নেবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গঠিত হল নতুন মন্ত্রিসভা

১ পাতার পর

প্রতিশ্রুতি নয়, বরং সরকারি দপ্তরের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। নবগঠিত ৪১ সদস্যের মন্ত্রিসভা সেই প্রত্যাশারই প্রতিফলন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি নিজের হাতে রেখেছেন, যা সরাসরি ইঙ্গিত দেয় যে, কোনো আমলাতান্ত্রিক লালফিতায় আটকে না থেকে আর্থিক সংস্কার ও শিল্পায়নের ওপর তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

১ জুন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা এখন স্পষ্ট। ড. স্বপন দাশগুপ্তের মতো তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বকে উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মতো দপ্তরে বসানো এবং দিলীপ ঘোষের হাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বা অশোক কীর্তনিয়ার হাতে খাদ্য ও সমবায়ের মতো জনমুখী দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া—এই বিন্যাসে বিজেপির সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশলের ছাপ স্পষ্ট। অন্যদিকে, নিশীথ প্রামাণিককে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং অরূপকুমার দাস, অজয় কুমার পোদ্দার বা ভাস্কর ভট্টাচার্যের মতো নবীনদের বিভিন্ন দপ্তরে সহায়ক মন্ত্রী হিসেবে যুক্ত করে সরকার একদিকে যেমন ভৌগোলিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে চায়। তবে প্রশ্ন উঠছে, ৪১ জনের এই বিশাল মন্ত্রিসভা কি কাজের গতি বাড়াবে, নাকি দপ্তরের পরিধি নিয়ে পারস্পরিক ঠেলাঠেলিতে উন্নয়ন থমকে দাঁড়াবে? উত্তরবঙ্গ থেকে আদিবাসী উন্নয়ন—ক্ষুদিরাম টুডু বা মনোজ ওরাওঁদের কাঁধে যে গুরুদায়িত্ব, তা সামলানোই এই সরকারের আসল অগ্নিপরীক্ষা।

দিল্লির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নের পথটি কন্টকাকীর্ণ। কেন্দ্রীয় অনুদান বা প্রকল্প বাস্তবায়নে অতীতের সরকারগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রের যে বিরোধের ইতিহাস ছিল, সেই জট খোলার চ্যালেঞ্জ নতুন সরকারের সামনে। বিশেষ করে রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট এবং ঋণভার সামলে অগ্নিমিত্রা পাল (নারী ও শিশু কল্যাণ) বা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের (শ্রম ও এম.এস.এম.ই.) মতো মন্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে।

বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস, এখন যে মেরুকরণের মুখোমুখি, তা অতীতে বিরল। বিধানসভার অন্দরে বিজেপি এখন চালকের আসনে, আর প্রাক্তন শাসকরা এখন লড়াই করছেন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। কিন্তু সরকার হিসেবে বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানেই স্বৈরাচার নয়। বিরোধীদের সমালোচনাকে নস্যাৎ না করে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে কাজের গতি বজায় রাখাটাই হবে তাদের সাফল্য। মালতি রাভা রায় বা ইন্দ্রনীল খাঁদের মতো স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীদের ওপর তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটনের মতো দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই হবে তাদের প্রধান অগ্নিপরীক্ষা।

নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে তীব্র প্রত্যাশা এবং প্রবল সন্দেহের দোলাচলে। জমির অনলাইন রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ডিজিটাল পরিকাঠামোর আধুনিকায়ন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার তার প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণের চেষ্টা করছে। তবে আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়া এবং পঞ্চায়েত স্তর থেকে সচিবালয় পর্যন্ত যে 'সিন্ডিকেট' সংস্কৃতির অভিযোগ রয়েছে, তা উৎপাটন করাই হবে এই সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। এখন দেখার পালা, এই 'নতুন সরকার' কি সত্যিই নতুন দিনের দিশারী হবে, নাকি পুরোনো ব্যর্থতারই নতুন সংস্করণ হয়ে থাকবে? ইতিহাস সবসময় নিষ্ঠুর, এবং শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা—তা স্বপন দাশগুপ্তের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগেই হোক কিংবা দিলীপ ঘোষের সাংগঠনিক তদারকিতে—সেই ইতিহাসের কাছে খুব দ্রুতই জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-6 ● June 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সূর্যাস্ত ও শ্রেয়সোদয়

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় : এমনও হয়?

আপনি পরীক্ষায় বসলেন। ভালো ফলও করলেন। সফল হওয়ার কিছুদিন পর আপনি জানতে পারলেন, সেই সাফল্যের কোনও মূল্য নেই। আপনি নেতৃত্ব হারালেন। শুধু তাই নয়, 'বাদও' পড়ে গেলেন দল থেকে!

এই পর্যন্ত শুনে অবাক লাগতেই পারে। অনেকে বিস্মিতও হতে পারেন। কিন্তু হালফিলেন ভারতীয় ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটেছে। আর সেই ঘটনার নেপথ্যে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তাঁকে সরিয়ে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে আন্তর্জাতিক টি২০ না খেলা শ্রেয়স আইয়ার হয়ে গেলেন কুড়ির ক্রিকেটের জাতীয় দলের অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে এমন 'সূর্যাস্ত' ও 'শ্রেয়সোদয়ের' ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। আগামীদিনেও কি ঘটবে? কে জানে!

ছবি : সংগৃহীত

৮ মার্চ ২০২৬। ৬ জুন ২০২৬। মাঝের সময়ের ব্যবধানটা মাস তিনেকের। এই সময়ের মধ্যে কোনও আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলেনি ভারত। ক্রিকেট সমাজ ডুব দিয়েছিল আইপিএল সাগরে। যেখানে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা ফের চ্যাম্পিয়ান করেছেন আরসিবিকে। ইতিহাস হয়ে যাওয়া উনিশ নম্বর সেই আইপিএলের আসরে একসঙ্গে অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। টি২০ বিশ্বকাপের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটার হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার 'স্কাই' ফের ব্যর্থ হয়েছেন। পাশাপাশি রকেটের গতিতে উঠে এসে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে জায়গা করে নিয়েছেন বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। সমান্তরালভাবে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক তথা দলের মিডলঅর্ডারের অন্যতম ব্যাটার হিসেবে সফল হয়েছেন শ্রেয়সও। দলকে ফাইনালে তুলতে না পারলেও পাঞ্জাব অধিনায়ক প্রমাণ করেছেন, অতীতের তুলনায় তিনি এখন অনেক পরিণত। সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছেন তিনি।

আরসিবির দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের আইপিএল চলার মাঝেই সূর্যকুমার বরখাস্ত হতে পারেন, এমন সম্ভাবনা দানা বাঁধছিল। কিন্তু নেতৃত্ব হারানোর পাশে তিনি যে দল থেকেই বাদ পড়বেন, ভাবা যায়নি। মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মার পর দেশকে তিন নম্বর টি২০ বিশ্বকাপ দেওয়া অধিনায়কের এমন করুণ পরিণতি তাই নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ। ইতিহাস বলছে, ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিয়ে ধোনির ভারত প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর মাহির ক্রিকেট কেরিয়ারের রং বদলে গিয়েছিল। ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রোহিতের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কুড়ির খেতাব জয়ের পর হিটম্যান টি২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এমন সময়োচিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাঁর সিদ্ধান্ত বদলের দাবিতে ঝড় উঠেছিল সমাজমাধ্যমে। কিন্তু স্কাইয়ের ঘটনা সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী।

কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ৮ ম্যাচে ২৪২ রান করেছিলেন স্কাই। স্ট্রাইকরেট ছিল ১৩৬.৭২। মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএলের আসরে ১৩ ম্যাচে ২৭০ রান করেছিলেন স্কাই। স্ট্রাইকরেট ছিল ১৪৭.৫৪। পারফরমেন্সের এমন নজির ক্রিকেট দুনিয়ার মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটারের জন্য একেবারেই ভালো বিজ্ঞাপন ছিল না। কিন্তু তা বলে নেতৃত্ব হারানোর পাশে একেবারে দল থেকেই বাদ? জাতীয় নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে বিতর্ক। ক্রিকেট দুনিয়ার অনেক তাবড় বিশেষজ্ঞও স্কাইকে আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে ছেঁটে ফেলতে চাননি। কিন্তু বিধির বিধান।

সূর্যাস্তের সফল অভিযানের পাশাপাশি শ্রেয়সকে টি২০ অধিনায়ক করে অজিত আগারকারের জাতীয় নির্বাচক কমিটি আরও বড় চমক দিয়েছে। ২০২৪ সালে শ্রেয়সের নেতৃত্বে আইপিএল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল কেকেআর। পরে কলকাতা তাঁকে ধরে রাখেনি। শ্রেয়স চলে যান পাঞ্জাবে। অধিনায়ক হিসেবে পাঞ্জাবকে আইপিএল ফাইনালেও তুলেছিলেন। ব্যাটার ও অধিনায়ক, দুই ভূমিকাতেই তিনি সাফল্য এনেছেন দলের জন্য। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কি তাঁর বনিবনা হবে? গম্ভীর-শ্রেয়সের অতীতের তিক্ততা কি মিটে গিয়েছে?

আপাতত কোনও প্রশ্নেরই জবাব নেই। যদিও জাতীয় নির্বাচকদের তরফে সূর্যাস্ত ও শ্রেয়সোদয় নিয়ে ক্রিকেটীয় যুক্তির জালও খাড়া করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। সেই একই বছরে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের আসরও রয়েছে। যেখানে জায়গা পেয়েছে ক্রিকেটও। তাই আগামীর লক্ষ্যে নেতা বদল।

সম্প্রতি বাবা হওয়া সূর্যের বয়স এখন ৩৬। দুই বছর পরের কথা ভাবলে সেই সময় তাঁর বয়স হবে ৩৮। ফলে স্কাইয়ের মধ্যে তখনও কি ক্রিকেট বাকি থাকবে? সরাসরি না বললেও জাতীয় নির্বাচকদের তরফেই এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই ইঙ্গিত ছাপিয়ে সামনে এসেছে, শ্রেয়স বনাম গম্ভীর সম্পর্কের রসায়ন।

২০২৪ সালে কেকেআরের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। আর দলের মেন্টর ছিলেন গম্ভীর। কেকেআর খেতাব জয়ের পর শ্রেয়স তির্যকভাবে বলেছিলেন, 'দলের সাফল্যের কৃতিত্ব মাঠের বাইরের কেউ নিয়ে গিয়েছে।' নয়া টি২০ অধিনায়ক সেদিন কার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা সবার জানা।

তাই সূর্যাস্ত, শ্রেয়সোদয়ের দোলাচলে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে শ্রেয়স-গম্ভীরের সম্পর্কও।

ভারতের প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক কেটেলবেল চ্যাম্পিয়ানশিপে স্বর্ণপদক

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্বজয়ী অ্যাথালিট শিবানী আগরওয়াল একটি ইভেন্ট-এর মাধ্যমে তাঁর খেলার জগতের কৃতিত্বের পরিচয় করান গণমাধ্যমের কাছে।

শিবানী প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ যিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'কেটেলবেল' স্পোর্টস-এ সোনা জয় করেছেন। পেশায় চ্যাটার্ড একাউন্টেন্ট এবং বছর দশ এর এক সন্তান প্রতিপালন করেও খেলার জগতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র শিবানী।

মলডোভার চিসিনাউতে ওয়ার্ল্ড কেটেলবেল স্পোর্টস ফেডারেশন (WKSF) ইভেন্টে তিনি সোনা জেতেন। তারও আগে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, ভারত, বেলজিয়াম, উজবেকিস্তান সহ একাধিক দেশে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সোনা জয়ী হন। কেটেলবেল সাধারণত খুব বেশি মানুষ জানেন বা চেনেন এমন নয়। তবে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এ এই খেলার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। বর্তমানে তিনি এই খেলা বিপুল জনপ্রিয় হোক সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য।

সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবানীর মা, বাবা, ছেলে এবং মেন্টর। তাঁর একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা আগামীদিনে পৃথিবীর বৃহত্তম অংশে বিরাট আলোড়ন ফেলবে একথা খুব একটা অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com